গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০২০ - জুন ৩০, ২০২১

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৬

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৭

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ২১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

গত ০৩ বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য ও প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০১৮ (সংশোধিত)-কে যুগোপযোগী, শ্রমিকবান্ধব ও বাস্তবমুখী করা, আইএলও কনভেনশন-১৮২ অনুস্বাক্ষর ও বাস্তবায়নে ৩৮টি শ্রমকে শিশুদের জন্য ঝুকিপূর্ণ ঘোষণা করা। বেসরকারি ৪৩ (তেতাল্লিশ) টি শিল্প সেক্টরের মধ্য ১৩টি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ করা হয়। অসহায়, অসুস্থ্য ও আহত শ্রমিকদের জন্য বিগত তিন বছরে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং কেন্দ্রীয় তহবিল হতে ১৪৬০৯ জনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন, প্রতিবেদন প্রেরণ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গত ৬ মার্চ ২০১৮ তারিখে Labor Inspection Management Application (LIMA) শিরোনামে একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন তৈরি করা হয়েছে। কারখানা ভবনের কাঠামোগত নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি নির্বাপকসহ উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে আরসিসি সেলের কার্যক্রম চলমান। শ্রম পরিদপ্তরকে ডিসেম্বর/২০১৭ সালে অধিদপ্তরে উন্নীত করে ২০৯টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। 'শ্রমিকের স্বাস্থ্যকথা' নামে একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশনের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র হতে শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকসহ সকলের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে ১০টি এবং ২০১৯ সালে ২৪টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি উত্তমচর্চা পুরষ্কার প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন শিল্প সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালে "জাতীয় মনিটরিং কোর কমিটি" গঠন করা হয়েছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কিত কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে "National Job Strategy (NJS)" ও "কর্মসংস্থান নীতি" প্রণয়ন এবং "কর্মসংস্থান অধিদপ্তর" গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

করোনা মহামারী পরবর্তী সময়ে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের উন্নয়ন, শিশু শ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে (ILO, EU, UN ইত্যাদি) অধিকতর সমন্বয় সাধন ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী সকল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পরিদর্শনের আওতায় নিয়ে আসা এবং কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা; বিদ্যমান ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রকে শ্রমিকদের যথাযথ সেবা প্রদানের জন্য প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নসাধন; দেশ ও বিদেশের চাহিদা অনুযায়ী বেকার যুবক/যুব মহিলাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা এবং শিশুশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে গৃহীত যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এছাড়া কর্মসংস্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের কর্মক্ষম বেকার যুবক/যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

২০২০-২১ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ৩৩০০০ কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনসহ ১৫০০টি শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা;
- বিভিন্ন শিল্প সেক্টর থেকে ৫০০০ শিশুশ্রমিক নিরসন;
- শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল-এর কার্যক্রমের আওতায় ৪৬০০ জন শ্রমিককে অনুদান প্রদান;
- ০৩টি নতুন বেসরকারি শিল্প সেক্টরে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ;
- ৪০০ টি শিল্প কারখানায় অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন এবং
- শিল্প কারখানাগুলোতে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের কাজে উৎসাহিত করার জন্য গ্রীন ফ্যাক্টরী এ্যাওয়ার্ড প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রস্তাবনা (Preamble)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর মধ্যে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision)

শোভন (decent) কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক নিশ্চিতকরণ, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লাইয়েন্স উন্নয়ন
২. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন;
৩. শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ
৪. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
৫. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
২. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি
৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণসাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. শ্রম প্রশাসন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৩. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন কার্যক্রম;
৪. শ্রম আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং শিশুশ্রম নিরসন;
৫. শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আই.এল.ও-সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় ও চুক্তি সম্পাদন;
৬. দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়; এবং
৭. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ।

সেকশন ২
বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	একক	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা ২০২০-২১	প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	কমপ্লাইয়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা	সংখ্যা	২১০৬	১৩৭০	১৫০০	১৬০০	১৭০০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন
বেসরকারি শিল্প সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মাধ্যমে শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	নিম্নতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	সংখ্যা	০৩	০৩	০৩	০৪	০৫	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নিম্নতম মজুরি বোর্ড	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন
মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন	নিষ্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	%	১০০	১০০	৮০	৮৫	৯০	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন
শিশুশ্রম নিরসন	শিশুশ্রম নিরসনকৃত শিল্প সেক্টর	সংখ্যা	০৩	-	২	২	২	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন

*সাময়িক (provisional) তথ্য

সেকশন ৩
কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
[১] শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লাইয়েন্স উন্নয়ন	৩০	[১.১] বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	[১.১.১] কমপ্লাইয়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	২১০৬	১৩৭০	১৫০০	১৪৫০	১৪০০	১৩৫০	১৩০০	১৬০০	১৭০০
			[১.১.২] কমপ্লাইয়েন্স কার্যক্রম পরিবীক্ষন	সমষ্টি	সংখ্যা	৩		৮	১২	১০	৮	৬	৪	১২	১৩
		[১.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[১.২.১] পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৪৩৪০১	৩২৭২২	৩৩০০০	৩১০০০	২৮০০০	২৬০০০	২৫০০০	৩৩৫০০	৩৪০০০
			[১.২.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ (মাসিক)	সমষ্টি	সংখ্যা	২		৯	১২	১০	৮	৬	৪	১২	১২
		[১.৩] উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা	[১.৩.১] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান	সমষ্টি	সংখ্যা	৫	৮৩২	৬৫৯	৭৫০	৬৭৫	৬০০	৫২৫	৪৫০	৭৭৫	৮০০
		[১.৪] শ্রম আইন ভংগকারী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের	[১.৪.১] দায়েরকৃত মামলা	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১৪২৯	১৬২২	১৩০০	১২০০	১১০০	১০০০	৯০০	১৩৫০	১৪০০
			[১.৪.২] মামলা দায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন (মাসিক	সমষ্টি	সংখ্যা	২		৯	১২	১০	৮	৬	৪	১২	১২
		[১.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[১.৫.১] প্রদানকৃত লাইসেন্স	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	১৩২৭৩	৮১৭৫	১০০০০	৯০০০	৮০০০	৭০০০	৬০০০	১০৫০০	১১০০০
			[১.৫.২] নবায়নকৃত লাইসেন্স	সমষ্টি	%	২	২৫২২৭	২২৩৫৬	৪৫	৪০	৩৫	৩০	২৫	৪৫	৫০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
			[১.৫.৩] লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন (মাসিক)	সমষ্টি	সংখ্যা	২		৯	১২	১০	৮	৬	৪	১২	১২
		[১.৬] গ্রীনকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা	[১.৬.১] গ্রীনকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করার জন্য অনুষ্ঠান আয়োজন	তারিখ	তারিখ	৩		০	২৮.০৪.২১	০৭.০৫.২১	১৪.০৫.২১	২১.০৫.২১	২৮.০৫.২১	২৮.০৪.২১	২৮.০৪.২১
[২] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন;	১৯	[২.১] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	[২.১.১] নিষ্পত্তিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	গড়	%	৪	১০০	১০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	১০০	১০০
			[২.১.২] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের কার্যক্রমপরিদর্শন (মাসিক)	সমষ্টি	সংখ্যা	৩		৯	১২	১০	৮	৬	৪	১২	১২
		[২.২] সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা	[২.২.১] সিবিএ নির্বাচন পরিচালিত	গড়	%	৩	১০০	১০০	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	১০০	১০০
		[২.৩] সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি	[২.৩.১] নিষ্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	গড়	%	৪	১০০	১০০	৮০	৭৮	৭৫	৭২	৭০	৮৫	১০০
		[২.৪] শ্রমিক-কর্মচারী, মালিক এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৮০০০	৯৮০০	৮০০০	৭৫০০	৭০০০	৬৫০০	৬০০০	১০৫০০	১১০০০
		[২.৫] অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন পরিচালনা	[২.৫.১] নির্বাচন পরিচালিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৫০৬	৪২৮	৪৫০	৪২০	৪০০	৩৮০	৩৬০	৫০০	৫৫০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
[৩] শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ	১৭	[৩.১] বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ	[৩.১.১] ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৩	৩	৩	২	১			৪	৫
		[৩.২] শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অনুদান প্রদান।	[৩.২.১] অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৩৮৩০	৩৫২৬	৪৬০০	৪৩০০	৪০০০	৩৭০০	৩৪০০	৫০০০	৫৫০০
		[৩.৩] শিশুশ্রম নিরসন	[৩.৩.১] শিশুশ্রম নিরসনকৃত (শিশু শ্রমিক)	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	৮১৯	১০২১	৫০০০	৪৮০০	৪৬০০	৪৪০০	৪০০০	৬০০০	৬৫০০
			[৩.৩.২] শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম পরিবীক্ষন (কারখানা/প্রতিষ্ঠান)	সমষ্টি	সংখ্যা	৩		৫	১২	১০	৮	৭	৬	১২	১২
		[৩.৪] কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ ও নিষ্পত্তি	[৩.৪.১] পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	গড়	%	৩	৭৬	৮০	৮০	৭৫	৭০	৬৪	৬০	৮৫	৮৫
[৪] কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	৫	[৪.১] কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান নীতিমালা প্রণয়ন।	[৪.১.১] কর্মসংস্থান নীতিমালা চুড়ান্তকরণ।	তারিখ	তারিখ	৫			৩০.০৫.২১	০৭.০৬.২১	১৪.০৬.২১	২১.০৬.২১	২৮.০৬.২১		

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৫] উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	৪	[৫.১] পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	[৫.১.১] পিপিপি এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রস্তাব সংগ্রহ।	সমষ্টি	সংখ্যা	২		১	২	১				২	২
			[৫.১.২] পিপিপি-এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে পিপিপিএ-তে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ।	সমষ্টি	সংখ্যা	২		০	১					১	১

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
[১] দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			১২	১১					
			[১.১.২] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			৪						
		[১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩					
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			৪	৩	২				
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩	২				
		[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সমষ্টি	সংখ্যা	২			৪	৩					

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
[২] কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	গড়	%	২			৮০	৭০	৬০				
		[২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	তারিখ	২			১৫.০২.২১	১৫.০৩.২১	১৫.০৪.২১	১৫.০৫.২১			
		[২.৩] সেবা সহজিকরণ	[২.৩.১] একটি নতুন সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	তারিখ	১			২৫.০২.২১	২৫.০৩.২১	২৫.০৪.২১	২৫.০৫.২১			
		[২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সমষ্টি	জনঘন্টা	২			৫০	৪০	৩০	২০			
			[২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	সমষ্টি	জনঘন্টা	১			৫	৪					
		[২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[২.৫.১] ন্যুনতম একটি আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১			১						

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	প্রকৃত অর্জন* ২০১৯-২০	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২১					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০২২	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমুহ															
[৩] আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	সমষ্টি	%	১			১০০	৯০	৮০				
		[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	২			১০০	৯০	৮০				
			[৩.২.২] প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আইএমইডি'র সুপারিশ বাস্তবায়িত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			১০০	৯০	৮০				
		[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			৮০	৭০	৬০	৫০			
			[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১			৫০	৪০	৩০	২৫			

*সাময়িক (provisional) তথ্য

আমি, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর প্রতিনিধি হিসাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

....

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

তারিখ

....

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

তারিখ

সংযোজনী-১

ক্রমিক নম্বর	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	পিপিপিএ (PPPA)	পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি (Public Private Partnership Authority)
২	ইউএনএফপিএ (UNFPA)	ইউনাইটেড ন্যাশনস্ পপুলেশন ফান্ড (United Nations Population Fund)
৩	আরিসিসি (RCC)	রেমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল (Remidiation Co-ordination Cell)
৪	আইএলও (ILO)	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (International Labor Organization)
৫	সিএসআর (CSR)	কমিউনিটি সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (Community Social Responsibility)
৬	বিজিএমইএ (BGMEA)	বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (Bangladesh Garments Manufacturing Exports Association)

সংযোজনী- ২: কর্মসম্পাদন সূচকের বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.১] বেসরকারি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	[১.১.১] কমপ্লাইয়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে তারা একটি চেকলিষ্ট অনুসরণ করে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।	শ্রম শাখা/শ্রম অধিশাখা/শ্রম অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[১.১.২] কমপ্লাইয়েন্স কার্যক্রম পরিবীক্ষন	শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সরাসরি কাজ করে থাকে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানাসমূহের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত কিছু কারখানা এবং প্রতিষ্ঠান শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিদর্শন করা হবে।	(এপিএ পরিবীক্ষণ টিম) সংস্থাপন-১ শাখা/সংস্থাপন অধিশাখা/প্রশাসন অনুবিভাগ	পরিদর্শন প্রতিবেদন	
[১.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা	[১.২.১] পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকগণ নিয়মিতভাবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে তারা একটি চেকলিষ্ট অনুসরণ করে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেন।	শ্রম শাখা/শ্রম অধিশাখা/শ্রম অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[১.২.২] পরিদর্শন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ (মাসিক)	শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর দায়িত্বপ্রাপ্ত। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম যথানিয়মে করা হচ্ছে কি-না তা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিমাসে পর্যবেক্ষণ করবে।	(এপিএ পরিবীক্ষণ টিম) সংস্থাপন-১ শাখা/সংস্থাপন অধিশাখা/প্রশাসন অনুবিভাগ	পরিদর্শন প্রতিবেদন	
[১.৩] উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা	[১.৩.১] আয়োজিত উদ্বুদ্ধকরণ অনুষ্ঠান	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক, শ্রমিক-কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।	শ্রম শাখা/শ্রম অধিশাখা/শ্রম অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.৪] শ্রম আইন ভংগকারী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের	[১.৪.১] দায়েরকৃত মামলা	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন ভঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করে থাকে।	আইন শাখা/শ্রম অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[১.৪.২] মামলা দায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন (মাসিক	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন ভঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করে থাকে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় মাসিক ভিত্তিতে মামলা রুজুর কার্যক্রম পরিদর্শন করবে।	(এপিএ পরিবীক্ষণ টিম) সংস্থাপন-১ শাখা/সংস্থাপন অধিশাখা/প্রশাসন অনুবিভাগ	পরিদর্শন প্রতিবেদন	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[১.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[১.৫.১] প্রদানকৃত লাইসেন্স	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিরীক্ষা করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।	সমন্বয় শাখা/ প্রশাসন অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[১.৫.২] নবায়নকৃত লাইসেন্স	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম আইন অনুসারে প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিরীক্ষাপূর্বক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়।	সমন্বয় শাখা/ প্রশাসন অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[১.৫] কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	[১.৫.৩] লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম পরিদর্শন (মাসিক)	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের কাজ করে থাকে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিমাসে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের কার্যক্রম পরিদর্শন করবে।	(এপিএ পরিবীক্ষণ টিম) সংস্থাপন-১ শাখা/সংস্থাপন অধিশাখা/প্রশাসন অনুবিভাগ	পরিদর্শন প্রতিবেদন	
[১.৬] গ্রীনকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা	[১.৬.১] গ্রীনকারখানা ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করার জন্য অনুষ্ঠান আয়োজন	শিল্প কারখানাগুলোতে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য কাযক্রম পরিচালিত হয় তা সফল করার জন্য শিল্প কারখানার মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আন্তরিক ও সক্রিয় অংশগ্রহন অত্যাবশ্যক। কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরনের কাজে উৎসাহিত করার জন্য গ্রীন ফ্যাক্টরী ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুরষ্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তা সামগ্রিকভাবে সকল শিল্প সেক্টরে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।	শ্রম অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.১] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	[২.১.১] নিষ্পত্তিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে ট্রেড ইউনিয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে শ্রমিকগণ আইনগতভাবে সংগঠিত হয়ে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী শ্রম অধিদপ্তর ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে।	শ্রম শাখা/শ্রম অধিশাখা/শ্রম অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[২.১.২] ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের কার্যক্রমপরিদর্শন (মাসিক)	শ্রম অধিদপ্তর ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদান করে থাকে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিমাসে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম পরিদর্শন করবে।	(এপিএ পরিবীক্ষণ টিম) সংস্থাপন-১ শাখা/সংস্থাপন অধিশাখা/প্রশাসন অনুবিভাগ	পরিদর্শন প্রতিবেদন	
[২.২] সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা	[২.২.১] সিবিএ নির্বাচন পরিচালিত	শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর অথবা তার প্রতিনিধি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সরাসরি সিবিএ নির্বাচন পরিচালনা করে থাকেন।	শ্রম শাখা/শ্রম অধিশাখা/শ্রম অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.৩] সালিশী কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি	[২.৩.১] নিষ্পত্তিকৃত শ্রম বিরোধ	কখনো কখনো শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে শ্রম বিরোধ দেখা দেয়। এসব ক্ষেত্রে কোন পক্ষ যদি মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর-এর নিকট আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেন সে ক্ষেত্রে শুনানির মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনানুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ প্রাপ্তির পর শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক আলোচনার মাধ্যমে শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে।	শ্রম শাখা/শ্রম অধিশাখা/শ্রম অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[২.৪] শ্রমিক-কর্মচারী, মালিক এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[২.৪.১] প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল	শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক, শ্রমিক ও শ্রম প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।	প্রশিক্ষণ শাখা/ সংস্থাপন অধিশাখা/প্রশাসন অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[২.৫] অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন পরিচালনা	[২.৫.১] নির্বাচন পরিচালিত	অন্যূন ৫০ জন শ্রমিক সাধারণত কর্মরত আছেন এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠন করা হয়।	শ্রম শাখা/শ্রম অধিশাখা/শ্রম অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[৩.১] বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ	[৩.১.১] ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন নিম্নতম মজুরি বোর্ড বাংলাদেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের সুপারিশ করে থাকে। নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সুপরিশ বিবেচনাপূর্বক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শিল্প সেক্টরের শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেন।	মজুরি বোর্ড শাখা/শ্রম অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[৩.২] শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল ও কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অনুদান প্রদান।	[৩.২.১] অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী শ্রমিকদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুদান ও গোষ্ঠি বীমার প্রিমিয়ামের একটি অংশ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী গঠিত কেন্দ্রিয় তহবিল থেকে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে।	এপিএ পরিবীক্ষণ টিম) সংস্থাপন-১ ও ২ শাখা/সংস্থাপন অধিশাখা/প্রশাসন অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
[৩.৩] শিশুশ্রম নিরসন	[৩.৩.১] শিশুশ্রম নিরসনকৃত (শিশু শ্রমিক)	বর্তমান সরকার শিশুশ্রম নিরসনে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য অত্যন্ত ঝুকিঁপূর্ণ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষনাপূর্বক গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৯০ হাজার শিশুকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে ১ লক্ষ শিশুকে আগামী ৩ বছরের মধ্যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া এ পর্যন্ত ২টি শিল্প সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত করা হয়েছে।	নারী ও শিশুশ্রম শাখা/ রপ্তানীমুখী শিল্প অধিশাখা/ রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[৩.৩.২] শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম পরিবীক্ষন (কারখানা/প্রতিষ্ঠান)	শিল্প-কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সরাসরি কাজ করে থাকে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শিশুশ্রম নিরসনকৃত প্রতিষ্ঠান ও কারখানাসমূহের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত কিছু কারখানা এবং প্রতিষ্ঠান শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিদর্শন করা হবে।	(এপিএ পরিবীক্ষণ টিম) সংস্থাপন-১ শাখা/ সংস্থাপন অধিশাখা/ প্রশাসন অনুবিভাগ	পরিদর্শন প্রতিবেদন	
[৩.৪] কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রম বিরোধ ও নিষ্পত্তি	[৩.৪.১] পরিদর্শনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিয়মিত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করে থাকে। এসব পরিদর্শন ছাড়াও কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে সেখানে পরিদর্শক পাঠিয়ে শ্রম বিষয়ক সমস্যা সমাধান করা হয়ে থাকে।	শ্রম শাখা/ শ্রম অধিশাখা/শ্রম অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা	প্রদত্ত প্রমাণক	উপাত্ত সূত্র
[৪.১] কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান নীতিমালা প্রণয়ন।	[৪.১.১] কর্মসংস্থান নীতিমালা চূড়ান্তকরণ।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনেক দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হল কর্মসংস্হানের সুযোগ সৃষ্টি করা। দেশে কর্মসংস্থান বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা খুবই প্রয়োজন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/ সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে আলোচনা করে কর্মসংস্থান নীতিমালার খসড়া চুড়ান্ত করা হবে।	কর্মসংস্থান অধিশাখা/উন্নয়ন অনুবিভাগ	কর্মসংস্থান নীতিমালার খসড়া	
[৫.১] পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	[৫.১.১] পিপিপি এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প প্রস্তাব সংগ্রহ।	সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমুহের শতকরা ৩০ ভাগ প্রকল্প পিপিপি-এর আওতায় গ্রহনের নির্দেশনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমুহ হতে পিপিপি-এর নীতি/বিধিবিধান অনুসরন করে প্রকল্প প্রস্তাব সংগ্রহ করা হবে।	উন্নয়ন অধিশাখা/উন্নয়ন অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	
	[৫.১.২] পিপিপি-এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্যে পিপিপিএ-তে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমুহ হতে প্রাপ্ত পিপিপি-এর আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে তা অনুমোদনে র উদ্দেশ্যে পিপিপিএ-তে প্রেরণ করা হবে।	উন্নয়ন অধিশাখা/উন্নয়ন অনুবিভাগ	সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পরীক্ষা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন	

সংযোজনী ৩: অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় এর নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিকদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড-এ রক্ষিত হিসাব থেকে শিওর ক্যাশ-এর মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। এক্ষেত্রে যাতে কোনরূপ অনিয়ম বা ব্যতয় না ঘটে সেজন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ব্যাংক। তাছাড়া শিওর ক্যাশ বাংলাদেশ ব্যাংক-এর অনুমোদিত একটি প্রতিষ্ঠান। একারনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা রযেছে।	প্রত্যাশা পূরন না হলে অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক বা তাদের পরিবারের সদস্যগণ সহজে অনুদান প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।
দপ্তর / সংস্থা	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	কমপ্লাইয়েন্স নিশ্চিতকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	কমপ্লাইয়েন্স নিশ্চিতের লক্ষ্যে পরিদর্শনকৃত কারখানার তালিকা ও পরিদর্শন প্রতিবেদন।	শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কমপ্লাইন্স নিশ্চিত করে থাকে।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হবে না।
দপ্তর / সংস্থা	শ্রম অধিদপ্তর	সিবিএ নির্বাচন পরিচালিত	শ্রম অধিদপ্তর হতে সিবিএ নির্বাচন পরিচালনের তালিকা ও প্রতিবেদন।	শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী শ্রম অধিদপ্তর সিবিএ নির্বাচন পরিচালন করে থাকে	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সিবিএ নির্বাচন পরিচালন প্রতিবেদন তৈরি সম্ভন না
দপ্তর / সংস্থা	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	পরিদর্শনকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠান	কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের তালিকা এবং প্রতিবেদন।	শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী কারখানা পরিদর্শন করে থাকে	প্রত্যাশা পূরণ না হলে পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরি সম্ভব হবে না
দপ্তর / সংস্থা	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	প্রদানকৃত লাইসেন্স	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। বর্তমান অর্থবছরে লাইসেন্স প্রদানকৃত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা	শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী কারখানা লাইসেন্স প্রদান করে থাকে	প্রত্যাশা পূরণ না হলে লাইসেন্স প্রদান সম্ভব হবে না
দপ্তর / সংস্থা	শ্রম অধিদপ্তর	নিষ্পত্তিকৃত ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন	শ্রম অধিদপ্তর হতে নিষ্পত্তিকৃত ট্রেড নিবন্ধনের ইউনিয়নের তালিকা ও প্রতিবেদন।	শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী শ্রম অধিদপ্তর ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের কাযক্রম পরিচালনা করে থাকে।	প্রত্যাশা পূরণ না হলে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব হবে না।
মন্ত্রণালয় / বিভাগ	আইন ও বিচার বিভাগ: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের লক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত নেয়া বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের খসড়ার উপর আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত।	শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের লক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত নেয়া বাধ্যবাধকতা রয়েছে।	যথাসময়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া না গেলে নির্ধারত সময়ের মধ্যে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের গেজেট প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।
দপ্তর / সংস্থা	কেন্দ্রীয় তহবিল	অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের তথ্য	শতভাগ রপ্তানীমুখী কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অসহায় ও দুস্থ শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে কেন্দ্রীয় তহবিল আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।	চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পাওয়া না গেলে শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হবে না।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদা/প্রত্যাশা	চাহিদা/প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
দপ্তর / সংস্থা	নিম্নতম মজুরি বোর্ড	ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণকৃত শিল্প সেক্টর	ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের লক্ষ্যে মজুরির খসড়া।	শ্রম আইন-২০০৬ অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের খসড়া প্রণয়নের কাযক্রম নিম্নতম মজুরি বোর্ড নির্ধারণ করে।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের খসড়া প্রণয়ন না করা গেলে তা আইন মন্ত্রণালয়ের মতামতের জন্য প্রেরণ করা সম্ভব হবে না।
দপ্তর / সংস্থা	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন	অনুদানপ্রাপ্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্য	ও তাদের পরিবারের সদস্যদের তথ্য	প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠান সেক্টরে কর্মরত অসহায় ও দুস্থ শ্রমিকদের মাঝে বাংলাাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে।	চাহিদা অনুযায়ী তথ্য পাওয়া না গেলে শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হবে না।